দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 02 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

নামী দামী সরকারী বেসরকারী স্কুলে ভর্তির নামে সীমাহীন অনিয়ম

আইডিয়াল স্কুলে বেআইনীভাবে ভর্তি হয়েছে ৫১৮ জন

মোহাম্মদ আবদুর রহিম

রাজধানীর যেসব নামী-দামী স্কুলে ভর্তির চাপ বেশী সে সব বেসরকারী স্কুলসহ একই মানের সরকারী স্কুলসমূহে ভর্তির নামে চলে সীমাহীন অনিয়ম। এসব স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে যত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়, সমপরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী ছাত্র-ছাত্রী অবৈধ পন্থায় ভর্তি করা হয়। আর অবৈধভাবে পৃঃ ২ঃ কঃ ঃ

নামী দামী সরকারী বেসরকারী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ভর্তির ক্ষেত্রে উৎকোচ দিতে হয় সর্বনিম্ন ১ লাখ থেকে ৩ লাখ টাকা, আর এভাবেই ভর্তি বাণিজ্যের নামে চলে কোটি কোটি টাকার লেনদেন।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ভর্তি বাণিজ্যের নামে আঁতকে উঠার মত তথ্য উদঘাটিত হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে। ২০০৭ সালের শিক্ষা বর্ষে আইডিয়াল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিতে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে ডিআইএ'র তদন্ত প্রতিবেদনে অনিয়ম প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট মতে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে বিভিন্ন শ্রেণীতে ৫১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অনিয়মের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়েছে। গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে শুধু প্রথম শ্রেণীতেই অতিরিক্ত ২১১ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। কোন প্রকার ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়েছে ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী। এসব অনিয়মের মাধ্যমে অধিকাংশ ভর্তির ক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত অবৈধ লেনদেন করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় জড়িতরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিস/শাঃ/৬-৩ (অভিযোগ)/২০০৭/১৩০৩ তারিখ ২৩-০৭-০৭ স্মারকের মাধ্যমে বলা ডিআইএ'র তদন্তে ভর্তি সংক্রান্ত আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল শাহান আরা বেগমের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আইডিয়াল স্কুলের অভিভাবক ফোরামের চেয়ারপার্সন জিয়াউল কবির দুলু ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিম উদ্দিন ভর্তি বাণিজ্যের সাথে জড়িত প্রিন্সিপাল, এডহক কমিটির সভাপতি শিক্ষক প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টদেরকে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পাকড়াও করে শাস্তির ব্যবস্থার দাবী করেছেন। রাজধানীর সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী স্কুল সমূহে ভর্তি নিয়ে তদন্ত করা হলে একইভাবে ভর্তি বাণিজ্যের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়াসহ অনেক চমকপ্রদ খবর বের হয়ে আসবে। সরকারী স্কুলগুলোর ক্ষেত্রেও এরূপ তদন্ত হলে ভর্তি বাণিজ্যের সাথে স্কুল সমূহের প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষা ভবনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার বহু তথ্য বের হয়ে আসবে। আর তা করা হলে আগামীতে রাজধানীর মানসম্পন্ন সরকারী-বেসরকারী স্কুলসমূহে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হতে পারবে। অভিভাবকগণ ভর্তির জন্য বিপুল অংকের অবৈধ লেনদেন থেকে রেহাই পাবেন।